হজ্জের বিবরণ
ধাপে ধাপে

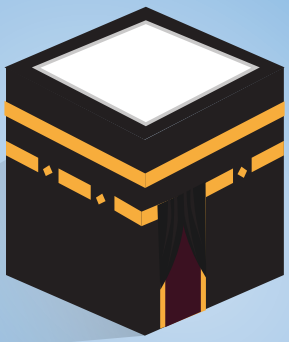

SHEPHERDS
HAJJ & UMRAH SERVICES

হজ্জের বিবরণ
ধাপে ধাপে

অনুবাদ এবং সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

পিএইচডি (ইসলামী শারীয়াহ্)

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শারীয়াহ্ কনসালটেন্ট, শেফার্ডস হজ্জ প্যাকেজ

SHEPHERDS
HAJJ & UMRAH SERVICES

সৌদি আরবের দাওয়াহ মন্ত্রনালয়ের হজ্জ বিষয়ক
লিফলেট থেকে অনূদিত এবং সম্পাদিত

হজ্জের বিবরণ ধাপে ধাপে

(৫ম সংস্করণ)

পরিবেশনা

শেফার্ডস হজ্জ প্যাকেজ

ডিজাইন এবং পৃষ্ঠাসজ্জা

শেফার্ডস

বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়।

This booklet has been prepared by shepherds, we welcome you to share it with others as long as you do not do any change in the content /design of this booklet. Thank you.

সূচিপত্র

হজ্জের প্রকারভেদ ১
মীকাত ২
তালবিয়াহ্ ৩
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ ৪
ইহরামকারীর জন্য জায়েয কাজসমূহ ৫
উমরাহর তাওয়াফ ৫
উমরাহর সাঈ ৭
হজ্জের দিনগুলো ৯
আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলো ১৩
বিদায়ী তাওয়াফ ১৪

"মাবরুর হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়"

-মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
[মুসলিমঃ ১৩৪৯]

হজ্জের প্রকারভেদ

১

তামাত্তু

উমরাহ্, হজ্জ এবং কোরবানি ওয়াজিব

হজ্জের মাসে (তথা শাওয়াল, যুলক্বা'দা এবং যুলহিজ্জার প্রথম ১০ দিনের মধ্যে) উমরাহের ইহরামের নিয়ত করতে হবে। নিয়তের সময় বলবেন 'লাব্বাইকা উমরাতান'। এরপর তাওয়াফ ও সা'ঈ করে উমরাহ শেষ করবেন এবং চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবেন। এরপর যুলহিজ্জা মাসের ৮ তারিখে নিজ অবস্থান থেকে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলে হজ্জের নিয়ত করবেন। তারপর নির্ধারিত সময়ে মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানসহ হজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবেন। যিনি এই হজ্জ করবেন, তার উপর ওয়াজিব হল একটি পূর্ণ ছাগল, অথবা উট কিংবা গরুর ৭ ভাগের একভাগ কোরবানি দেয়া। কোরবানির সামর্থ্য না থাকলে তিনি হজ্জের মধ্যে তিন দিন এবং নিজ দেশে ফেরার পর সাত দিন রোজা রাখবেন।

২

কিরান

উমরাহ্, হজ্জ এবং কোরবানি ওয়াজিব

হজ্জের মাসসমূহে, উমরাহ ও হজ্জের একসাথে ইহরামের নিয়ত করতে হবে। নিয়তের সময় বলবেন 'লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জাহ'। এরপর মক্কায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরাহ্ এর জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করবে। এরপর তিনি হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায়ই থাকবেন এবং ৮ই যুলহিজ্জায় মিনায় অবস্থানসহ হজ্জের অন্যান্য সকল কাজ সম্পাদন শেষে চুল ছেঁটে অথবা হলক করে হালাল হয়ে যাবেন। তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীর মতই তার উপর একটি পূর্ণ ছাগল কোরবানি করা কিংবা উট বা গরুর সাত ভাগের একভাগ কোরবানি করা ওয়াজিব। কোরবানি করতে না পারলে তিনি হজ্জের দিনগুলিতে তিনটি রোজা এবং হজ্জের পরে দেশে ফেরার পর সাতটি রোজা রাখবেন।

৩

ইফরাদ

শুধু হজ্জ, কোরবানি ওয়াজিব নয়।

হজ্জের মাসসমূহে শুধু হজ্জের জন্য ইহরামের নিয়ত করতে হবে। মীকাতে পৌঁছে বলবেন 'লাব্বাইকা হাজ্জান'। এরপর মক্কায় পৌঁছে তিনি তাওয়াফে কুদুম করবেন এবং চাইলে হজ্জের সাঈ, তাওয়াফের পরপর অগ্রিম করে নিতে পারবেন। এরপর তিনি হজ্জ সম্পাদন করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায়ই থাকবেন। এই প্রকার হজ্জ সম্পাদনকারীর উপর কোন কোরবানি নেই; কারন তিনি একই সাথে উমরাহ্ ও হজ্জ করেননি।

বিঃদ্রঃ এই তিনটির মধ্যে তামাত্তু হজ্জই উত্তম কেননা নবী (ﷺ) সাহাবাগণকে এই হজ্জই সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মীকাত

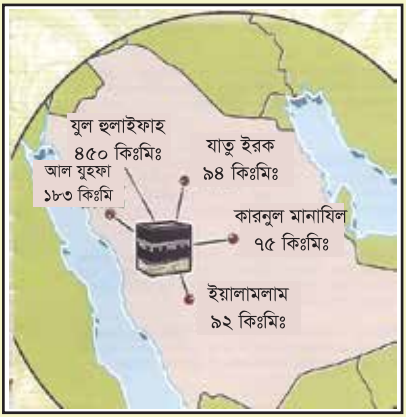

নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরামের জন্য ৫ টি মীকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যারা হজ্জ কিংবা উমরাহ্ করতে চায়, এ সকল মীকাত অতিক্রমের সময় তাঁদের ইহরাম করতে হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যারা এই মীকাতগুলোতে অবস্থান করে এবং যারা এই পথ দিয়ে আসে, তারা হজ্জ ও উমরাহের সংকল্প করলে তাদেরকে এখান থেকে ইহরাম করতে হয়।" [বুখারী ও মুসলিম]

অতএব হজ্জ ও উমরাহের নিয়তে যারা এই সকল মীকাত অতিক্রম করবে তাঁদের উপর ওয়াজিব হল এই জায়গাগুলো থেকে ইহরামের নিয়ত করা। আর যে ব্যক্তি ইহরামের নিয়ত ছাড়াই ইছাকৃতভাবে এই স্থানগুলো অতিক্রম করবে তার জন্য মীকাতে ফিরে এসে সেখান থেকে ইহরাম করা জরুরী, অন্যথায় তাকে দম দিতে হবে। দম হল একটি কোরবানি যা সে মক্কায় যবেহ করবে এবং মক্কাবাসী ফকিরদের মধ্যে এই গোশ্ত বণ্টন করবে।

মক্কাবাসীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম করবে তবে উমরাহের জন্য তারা হারাম এর সীমানার বাইরে (যেমন তান'ইম) গিয়ে ইহরাম করে আসবে।

যারা মীকাতের অভ্যন্তরে অবস্থান করবে যেমন জেদ্দাবাসী, তারা যখন হজ্জ বা উমরাহের নিয়ত করবে, তখন নিজ নিজ ঘর কিংবা অবস্থান থেকে ইহরাম করবে। তখনকার অবস্থান থেকেও সে ইহরাম করতে পারবে।

মীকাত সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যুল হুলাইফাহ — এটি মদিনাবাসীর ও মদিনার পথ দিয়ে যারা আসে তাদের মীকাত। এখন স্থানটির নাম 'আবিয়ার আলী' যা মক্কা থেকে ৪৫০ কিঃমিঃ দূরে।

আল- যুহফাহ — সিরিয়া, মরক্কো ও মিসরবাসীর জন্য অথবা যারা এই পথ দিয়ে আসে তাদের জন্য এটি মীকাত। এটি মক্কা থেকে ১৮৩ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

কারনুল মানাযিল — এটি নাযদবাসীদের ও সেখান দিয়ে আগমনকারীদের মীকাত। এই স্থানটির বর্তমান নাম 'আস-সাইলুল কাবির'। এটি মক্কা থেকে ৭৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

ইয়া-লামলাম — ইয়েমেনবাসী ও ওই দিক থেকে আগমনকারীদের জন্য এটি মীকাত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব হল ৯২ কিঃমিঃ।

যাতু ইরক — ইরাকবাসী ও সেদিক থেকে আগত হাজীদের জন্য এটাই হচ্ছে মীকাত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব হল ৯৪ কিঃমিঃ।

তালবিয়াহ

আরবী	বাংলা উচ্চারন	অর্থ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ. وَالنِّعْمَةَ. لَكَ وَالْمُلْكَ. لاَشَرِيْكَ لَكَ.	লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক।	হাজির হয়েছি হে আল্লাহ্! তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আমি হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার কোন শরীক নাই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও। তোমার কোন শরীক নাই।

কখন তালবিয়াহ বলবেনঃ

উমরাহের ইহরামের শুরু থেকে তাওয়াফের শুরু পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করবেন। আর হজ্জে ইহরামের শুরু থেকে কোরবানির দিন জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর মারার আগ পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করবেন।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

মীকাত থেকে ইহরাম করার পর হাজী ও উমরাহকারীর উপর নিচের কাজগুলো হারাম হয়ে যাবে।

চুল অথবা নখ কাঁটা বা উপড়ে ফেলা। তবে যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এসবের কিছু পড়ে যায় কিংবা ভুলক্রমে অথবা না জেনে যদি কেউ চুল বা নখের কিছু কেটে বা উপড়ে ফেলে তাহলে তার উপর দম দেওয়া ওয়াজিব হবে না।

ইহরামকারীর জন্য শরীরে কিংবা কাপড়ে খুশবু বা আতর ব্যবহার করা। তবে ইহরামের নিয়ত করার আগে যদি শরীরে খুশবু লাগানোর ফলে এখনও কোন সুগন্ধ থেকে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নাই। তবে কাপড়ে সুগন্ধ থেকে থাকলে তা অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে।

পুরুষ ইহরামকারী মাথা ঢাকবেন না, তবে যদি তিনি ভুলে হুকুম না জেনে মাথা ঢেকে ফেলেন তাহলে, স্মরণ হওয়ামাত্রই অথবা হুকুম জানার সাথে সাথে তা সরিয়ে ফেলবেন। এই অবস্থায় তাকে কোন দম দিতে হবে না।

পুরুষ ইহরামকারী তার পুরো শরীরে অথবা কোন অঙ্গে সেলাই করা কোন কাপড়, জামা, পায়জামা কিংবা মোজার কোনটাই পরিধান করবেন না। তবে মহিলারা পর্দা ঠিক রেখে যেকোনো কাপড় পরিধান করতে পারবেন।

ইহরামকারী ইহরাম অবস্থায় মহিলাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবেন না এবং বিবাহের আকদও করতে পারবেন না। এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না।

ইহরাম অবস্থায় নারীরা হাত-মোজা পরতে পারবেন না এবং নিকাব দিয়ে মুখ ঢাকবেন না। তবে যখন মাহরাম নন এমন কোন পুরুষ সামনে চলে আসবে তখন তিনি ওড়না বা অনুরূপ কিছু দিয়ে মুখ ঢাকবেন।

হারাম এলাকায় কোন ব্যক্তির জন্য তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকুন বা না থাকুন কোন পড়ে থাকা জিনিস (টাকা বা অন্য কোন জিনিস) তুলে নেওয়া জায়েয নেই। তবে তিনি যদি জানানোর জন্য তা করেন অথবা লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডিপার্টমেন্টে জমা দেওয়ার জন্য তুলতে চান তবে তা করতে পারেন।

হারামের সীমানায় নারী ও পুরুষ কারো জন্যই কোন পাখি শিকার করা, শিকারের জন্য দেখিয়ে দেওয়া বা এই কাজে সাহায্য করা যাবে না।

হারামের সীমানায় কোন গাছ বা উদ্ভিদ নষ্ট করা, পাতা ছেড়া, ডাল ভাঙ্গা বা কাটা যাবে না।

ইহরামকারীর জন্য জায়েয কাজসমূহ

ইহরামকারীর জন্য ঘড়ি পরিধান করা, হেড-ফোন, স্যান্ডেল, আংটি, চশমা, বেল্ট, মানিব্যাগ ব্যবহার করা, ছাতা দ্বারা ছায়া নেওয়া কিংবা গাড়ির ছাদের নীচে অবস্থান করা অথবা মাথায় কোন সামগ্রী অথবা লেপ তোষক বহন করা জায়েয।

এছাড়াও ব্যান্ডেজ বাঁধা, ইহরামের কাপড় পরিবর্তন ও ধোয়া, মাথা ও শরীর ধৌত করা জায়েয। মাথা ধৌত করতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে চুল পড়ে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নাই।

উমরাহ্‌র তাওয়াফ

উমরাহকারী যখন মক্কায় পৌঁছাবেন

তখন তার জন্য মুস্তাহাব হল পৌঁছার সাথে সাথে গোসল করে নেওয়া, তারপর ধীরে সুস্থে উমরাহ আদায়ের জন্য মাসজিদুল হারামের দিকে যাওয়া। তবে যদি গোসল ছাড়াই তিনি হারামে যান, তাতে কোন অসুবিধা নাই, যদি তিনি পবিত্র অবস্থায় থাকেন।

মাসজিদুল হারামে ঢোকার সময় ডান পা আগে রাখবেন এবং বলবেন,

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থঃ আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর সম্মানিত চেহারা ও অনন্ত ক্ষমতার ওসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাত ও সালাম আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর। হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন। [আবু দাউদ, সহীহুল জামে আস-সাগীর (হাদীস নংঃ ৪৫৯১)] মাসজিদে ঢোকার সময় এই দু'আটা বলা সুন্নাহ।

উমরাহ শুরু হবে তাওয়াফ দিয়ে। হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ আরম্ভ হবে। কাবাকে বাঁয়ে রেখে ৭ চক্কর তাওয়াফ করতে হবে এবং এখানেই তাওয়াফ শেষ হবে।

এরপর উমরাহকারী কাবা শরীফের দিকে এগিয়ে যাবেন যাতে তাওয়াফ শুরু করতে পারেন। পুরুষের জন্য সুন্নাহ হল উমরাহ এর তাওয়াফে কুদুম এ 'ইত্তিবা' করা। ইত্তিবা হল ডান কাঁধ খোলা রেখে ডান বগলের নিচে চাদর রাখা এবং চাদরের দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রাখা। আর প্রথম তিন চক্করে রমল করা। রমল হল একটু দ্রুত লয়ে বীরের বেশে হাঁটা।

এরপর উমরাহকারী ৭ তাওয়াফ শুরু করবেনঃ

তিনি তাওয়াফ শুরু করবেন হাজরে আসওয়াদ থেকে। হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হলে তিনি তা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন এবং সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাবেন। তবে ভিড় করে বা ধাক্কাধাক্কি করে কিংবা অশালীন ভাষা ব্যবহার করে অন্য হাজীদের কষ্ট দেবেন না। আর যদি স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে দূর থেকে আল্লাহু আকবার বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ডান হাত তুলে ইশারা করবেন এবং হাতে চুমু না খেয়ে না থেমে তাওয়াফ চালিয়ে যাবেন।

তাওয়াফ করতে গিয়ে বা ভিড় সৃষ্টি করে বা উচ্চ স্বরে দু'আ পড়ে অন্যদের কষ্ট দিবেন না।

যখন উমরাহ পালনকারী রুকনে ইয়েমেনিতে পৌঁছবেন, তিনি সম্ভব হলে শুধু হাত দিয়ে রুকনটি স্পর্শ করবেন তবে তিনি তাতে চুমু খাবেন না। যদি রুকনে ইয়েমেনিকে স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে তার দিকে কোন ইশারা করবেন না এবং তাকবীর ও দিবেন না, আর তাওয়াফ চালিয়ে যাবেন।

সুন্নাহ হলো রুকনে ইয়েমেনি ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানটিতে তাওয়াফ করার সময় বলবে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। [সূরা বাক্বারাঃ ২০১] এই ভাবে উমরাহকারী ৭ চক্কর তাওয়াফ পূরণ করবেন।

তাওয়াফ পালনকালীন ত্রুটিসমূহঃ

- কেউ কেউ এই বিশ্বাসে হিজির তথা হাতিমের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করেন যে, এই ভাবে করলেও তার তাওয়াফ শুদ্ধ হবে। বাস্তবতা হল হিজির কা'বারই অংশ, অতএব এর বাইরে থেকেই তাওয়াফ সম্পাদন করতে হবে।

- কা'বার সকল কোণ স্পর্শ করা আরেকটি ভুল। অনেকে আবার কা'বার দেয়াল স্পর্শ করেন কিংবা কা'বা, গিলাফ, দরজা ও মাকামে ইবরাহিম মাসেহ করে গায়ে মাখেন। এর কোনটিই জায়েয নয়; কেননা শরীয়তে এর কোন দলিল নেই এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও এমনটি করেননি।

- তাওয়াফের সময় পুরুষদের পাশাপাশি হাজরে আসওয়াদের কাছে ও তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহিমের কাছে নারীদের জটলা তৈরী আরেকটি ভুল। বরং নারীদের উচিত জটলা থেকে দূরে অবস্থান করা।

তাওয়াফ শেষে উমরাহ পালনকারী নিম্নের কাজগুলো করবেন

- ডান কাঁধ ঢেকে ফেলবেন
- মাকামে ইবরাহিমের পিছনে সম্ভব হলে ২ রাকাত সালাত আদায় করবেন, অন্যথায় মাসজিদুল হারামের যে কোন জায়গায় ২ রাকাত সালাত পড়লেও চলবে। প্রথম রাকাতে সূরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আল-কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আল-ইখলাস পড়বেন। তবে অন্য সূরা পড়লেও কোন অসুবিধা নেই।
- এরপর তিনি যমযম এর পানি পান করবেন।

উমরাহর সাঈ

উমরাহ পালনকারী সা'ঈ করার জন্য সাফা পাহাড়ে যাবেন। যখন তিনি সাফার নিকটবর্তী হবেন তখন তিনি এই আয়াতের অংশটি পাঠ করবেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

অর্থঃ "অবশ্যই 'সাফা' এবং 'মারওয়া" হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম।" [সূরা বাক্বারাঃ ১৫৮]

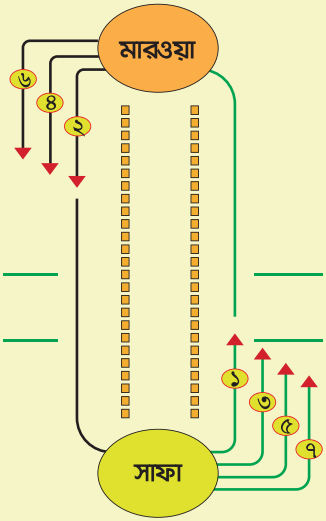

অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহন করবেন

এর পর কা'বার দিকে ফিরে দাঁড়াবেন । তারপর তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করবেন, 'আল্লাহু আকবর' বলবেন এবং লম্বা দু'আ করবেন, আর হাত তুলে বলবেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدهُ أَنْجَزَ وَعْدَه، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه

অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই । আসমান যমীনের সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই প্রাণ দেন এবং তিনিই আবার মৃত্যুবরণ করান। সবকিছুর উপরই তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। স্বীয় বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন। [আবূ দাউদঃ ১৯০৫]

এর পর তিনি সাফা থেকে নেমে যাবেন

আর মারওয়ার দিকে চলতে থাকবেন। এ সময় তিনি নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য ও মুসলিমদের জন্য সাধ্য অনুযায়ী দু'আ করবেন। এর পর যখন সবুজ চিহ্নের কাছে পৌঁছাবেন, তখন একটু দ্রুত বেগে দৌড়াবেন। তবে এই বিধানটি পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। সবুজ চিহ্নটি পার হবার পর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়ায় গিয়ে পৌঁছবেন।

যখন উমরাহ পালনকারী মারওয়ায় পৌঁছাবেন

তখন ক্বিবলামুখী হয়ে সেই দু'আগুলি পড়বেন যেগুলো তিনি সাফায় আরোহণকালে পড়েছিলেন। তবে আল-কুরআনের আয়াতটি পড়ার প্রয়োজন নেই। এর পর ইচ্ছা মত কিছু দু'আ করে মারওয়া থেকে তিনি নেমে যাবেন এবং সবুজ চিহ্নে পৌঁছা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন, এরপর সবুজ দুই চিহ্নের মাঝখানে আবারো দ্রুত দৌড়াবেন। সবুজ চিহ্ন শেষ হলে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সাফা পর্যন্ত যাবেন। এভাবে আবার সাফা থেকে মারওয়া একই নিয়মে সা'ঈ করে ৭ চক্কর পুরণ করবেন। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গমন একটি চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত ফিরে আসা আরেকটি চক্কর বলে গণ্য হবে। যদি তিনি ক্লান্ত হন অথবা কোন অসুস্থতা তাকে পেয়ে বসে তাহলে হুইল চেয়ারে বসে সা'ঈ করতে কোন অসুবিধা নেই।

- সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ এর সময় তিনি যেকোন দু'আ পড়তে পারেন।
- দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে দ্রুত দৌড়ানো শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়।

হজ্জের দিনগুলি

৮ই যুলহিজ্জাহ - তারবিয়ার দিন

হজ্জ এর কাজ ৮ই যুলহিজ্জা থেকে শুরু, এই দিন তামাত্তু হজ্জকারী সকালে হজ্জের ইহরামের নিয়ত করবেন। ইহরাম করার পুর্বে তিনি আগের মতই গোসল সেরে নিবেন, শরীরে সুগন্ধি লাগাবেন, তারপর তিনি তার নিজ আবাসস্থল থেকে ইহরামের নিয়ত করবেন।

কিরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারী যেহেতু ইহরাম অবস্থায় আছেন সেহেতু তাদের নতুন নিয়ত লাগবে না। এই দিন সকল হাজী যোহর এর পুর্বেই মিনায় পৌঁছাবেন। তারা মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা ওয়াক্ত মত আদায় করবেন। ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাজ তারা কসর করে ২ রাকাত আদায় করবেন আর ২ ওয়াক্ত এর মধ্যে জমা বা একত্র করবেন না। তারা মিনায় রাত্রি যাপন করে পরদিন ৯ই যুলহিজ্জা এর ফজর আদায় করবেন।

সুন্নাহ হল ৯ই যুলহিজ্জা এর রাতে (৮ই যুলহিজ্জার দিন শেষে যে রাত) মিনায় অবস্থান করা। ৯ই যুলহিজ্জা এর ফজর আদায় করার পর সূর্য উদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সূর্য উদয়ের পর তালবিয়াহ পড়তে পড়তে ধীরে সুস্থে আরাফার দিকে যাত্রা করবেন। এই সময়ে তিনি ইচ্ছা মত কুরআন পড়তে ও যিকর করতে পারবেন, তবে এই সময়ে বেশি বেশি তালবিয়াহ পাঠ করা উত্তম

৯ই যুলহিজ্জাহ - আরাফার দিন

অকুফ আরাফা বা আরাফায় অবস্থান হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ রুকন। এ অকুফ ব্যাতীত হজ্জ শুদ্ধ হবে না; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। "আরাফায় অবস্থানই হজ্জ" [মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৩৫]

ক) আরাফার দিনের মর্যাদাঃ এ দিন সকল হাজী আরাফার ময়দানে একত্রিত হন। এই মহান দিনে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল হাজী আরাফায় অবস্থান করবেন। আরাফার ময়দানের এই হাজীদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেস্তাদের কাছে গৌরব প্রকাশ করেন।

সহিহ মুসলিমে আয়েশা (রাদিয়াআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আরাফার দিনের চাইতে আর কোন দিন আল্লাহ তার বান্দাদের এত বেশী সংখ্যায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করেন না। আর তিনি এই দিন বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে ফেরেস্তাদের কাছে গৌরব প্রকাশ করতে থাকেন আর বলতে থাকেন, "এরা কি চায়?" [বুখারী (৯৭৫), মুসলিম (১২৮৫)]

খ) সুন্নাহ হল

হাজী সাহেবগণ সম্ভব হলে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত নামিরায় (যেখানে বর্তমানে নামিরাহ মাসজিদ রয়েছে) অবস্থান করবেন। এর পর যোহর ও আসর পড়ে আরাফার সীমায় প্রবেশ করবেন। তবে এর পুর্বেও যদি কেউ আরাফায় অবস্থান করেন তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তারা অবস্থান করবেন। আরাফার সীমানা নির্দেশক অনেক সাইনবোর্ড আছে।

গ) আরাফার পুরো ময়দান উকুফের স্থান

এই মহান দিনে হাজীদের উচিত হবে তালবিয়া পাঠ, আল্লাহকে স্মরণ, বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার এবং আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করা। বিগলিত অন্তরে ও বিনয়ের সাথে তারা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং নিজের জন্য, পরিবার, সন্তান-সন্ততি, মুসলিম ভাই বোনদের জন্য বেশী বেশী দু'আ করবেন।

যোহর এর ওয়াক্ত হলে ইমাম মানুষের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপুর্ণ খুতবা দিবেন, তারপর যোহর ও আসর এক সাথে করে এক আযান ও দুই ইকামাতে কসর হিসাবে আদায় করবেন, যেমনটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। এই দুই ওয়াক্তের আগে, মাঝখানে ও তারপরেও তারা কোন সালাত পড়বেন না।

আরাফাহ

যোহর ও আসরের সালাত জমা ও কসর

সূর্যাস্তের সময়

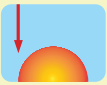

মুযদালিফাহ

বরকতের এই মহান দিনে হাজীদের এমন কোন ভুল ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়া যাবে না যাতে, এই মহান দিন ও স্থানের বিশাল সাওয়াব অর্জন ব্যহত হতে পারে।

আরাফার দিনে সংঘটিত বহুল প্রচলিত ভুলের মধ্যে রয়েছেঃ

✗ আরাফা মনে করে আরাফার বাইরেই অবস্থান নিয়ে সারাদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়ে দেয়া। এর পর সেখান থেকেই মুযদালিফায় গমন করা। যিনি এমনটি করবেন, আরাফায় প্রবেশ না করার ফলে তাঁর হজ্জ হবে না।

✗ আরাফা থেকে সূর্য অস্ত যাবার পুর্বেই বের হয়ে যাওয়া, এমনটি করা জায়েয নেই; কেননা তা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমলের বিপরীত।

✗ জাবাল এ আরাফায় (যাকে লোকেরা জাবাল এ রাহমা মনে করে) ওঠার জন্য জটলা করা, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করা এবং বরকতের জন্য তা মাসেহ করা ও তাতে সালাত পড়া। কেননা এমনটি করার কোন দলিল শরীয়তে নেই। তদুপরি এর ফলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়।

✓ সুন্নাহ্ হল দোয়ার সময় কিবলামুখী হওয়া।

মুযদালিফা গমন আরাফার দিনে সূর্যাস্তের পরঃ

সূর্যাস্তের সময়

মুযদালিফাহ

মাগরিব ও এশার সালাত জমা ও কসর

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন

হাজীগণ সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে যাত্রা শুরু করবেন। মুযদালিফায় এসে তারা এক আযান ও দুই ইকামাতে মাগরিব ও ইশা এক সাথে আদায় করবেন, ইশার সালাত কসর করবেন। এই রাত তারা মুযদালিফায় কাটাবেন, যতক্ষণ তারা জাগ্রত থাকবেন ততক্ষণ তারা তালবিয়া পাঠ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করবেন ও তাঁর গুণগান করে সময় কাটাবেন; কেননা আল্লাহ তাদেরকে আরাফায় অবস্থানের তৌফিক দিয়েছেন।

সুন্নাহ হল

হাজীগন এই রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, ঘুমাবেন এবং ঘুম থেকে উঠে ফজর সালাহ পড়বেন।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা, শিশু, দুর্বল ব্যক্তিবর্গ ও তাদেরকে দেখাশোনাকারীদের জন্য মধ্য রাত্রির পর মিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি ও ছাড় দিয়েছিলেন।

ফজরের সালাত

যিকির ও দোয়া

কঙ্কর সংগ্রহ

মিনায় গমন

হাজীগনের জন্য ফজর সালাহ আদায়ের পরে মুস্তাহাব হ মাশআরুল হারাম (যেখানে এখন মুযদালিফার মসজিদটি আছে) এর কাছে অবস্থান নেয়া। সেখানে অবস্থান করা সম্ভব না হলে মুযদালিফার যেকোন জায়গায় অবস্থান করলেই চলবে। এই সময় হাজীগণ কিবলামুখী হয়ে তাকবির দিবেন, যিকির করবেন ও বেশী বেশী দু'আ করবেন। অতঃপর সূর্য উদয়ের আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। মিনায় যাওয়ার পথে জামারাতুল আকাবায় নিক্ষেপের জন্য তিনি ৭ টি কঙ্কর সংগ্রহ করে নিতে পারেন। কঙ্কর গুলোর আকার হবে চানা বুটের চেয়ে একটু বড়। পরবর্তী কঙ্করগুলো তিনি অন্য যেকোন স্থান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। মিনায় যাওয়ার পথে প্রত্যেকেই বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করবেন এবং ধীরে সুস্থে চলবেন।

মুযদালিফায় পৌঁছানোর পর হাজীদের কারো কারো বেশ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, সেগুলো হলঃ

- মাগরিব ও ইশার সালাহ আদায়ের পুর্বেই কঙ্কর সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়া।
- এই বিশ্বাস রাখা যে, মুযদালিফা থেকেই কঙ্কর সগ্রহ করতে হবে।
- সংগৃহীত কঙ্করগুলো ধৌত করা। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটি করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

যুলহিজ্জার ১০ তারিখ

হাজীগণ এই দিন জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, মক্কায় হজ্জের তাওয়াফ ও সা'ঈ পালন করবেন ও হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবেন। তামাত্তু ও কিরান হাজীগণ সম্ভব হলে এদিন কুরবানী করবেন।

জামরাতুল আক্বাবায় গমন

তালাবিয়া পাঠ বন্ধ করা

কঙ্কর নিক্ষেপ করা

ঈদের তাকবির দেওয়া

কুরবানি করা

মাথা মুন্ডন

এই দিন জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে গিয়ে কোন কোন হাজী অনেকগুলো ভুল করে ফেলেন, যেমনঃ

- ✗ অনেকেই ধারণা করেন যে, তারা শয়তানকেই কঙ্কর নিক্ষেপ করছেন, ফলে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তারা গালি গালাজ সহকারে ক্রুদ্ধ হয়ে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। অথচ কঙ্কর নিক্ষেপের বিধান দেওয়া হয়েছে শুধুই আল্লাহর স্মরণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।
- ✗ জামারাতে অনেকেই বড় পাথর নিক্ষেপ করেন বা পাথরের বদলে জুতা, লাঠি, ছাতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করেন। এটা মুলত দ্বীন এর মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি যা থেকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।
- ✗ জামারাতের কাছে পাথর মারতে গিয়ে জটলা বাধানো ও হাঁটাহাঁটি করা বড় ধরনের ভুল। কেননা হাজীদের উপর ওয়াজিব হল অন্য সবার প্রতি মোলায়েম ও বিনয়সূচক ব্যবহার করা এবং সঠিক জায়গা নির্বাচন করে হাউজের মধ্যে নির্ভুল ভাবে পাথরটি নিক্ষেপ করা, স্তম্ভে আঘাত করা জরুরী নয়।
- ✗ অনেকে এক সাথেই ৭ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, এমন ক্ষেত্রে একটি কঙ্কর নিক্ষেপ হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা বিধান হল একটি করে কঙ্কর মারা ও সাথে প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' বলা।

যখন হাজী জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছাঁটবেন তখন তিনি প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। এ অবস্থায় স্ত্রী মিলন ছাড়া ইহরাম অবস্থার সকল নিষিদ্ধ কাজ তাঁর জন্য বৈধ হয়ে যাবে।

তাওয়াফুল ইফাদা হজ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন যা ছাড়া হজ্জ সম্পন্ন হবে না

ঈদের দিন সকালে হাজী সাহেব জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর মক্কায় যাবেন এবং তামাত্তু হজ্জেও ক্ষেত্রে তিনি তাওয়াফুল ইফাদার ৭ চক্কর সম্পন্ন করবেন এবং এরপর সাফা মারওয়ার মধ্যে ৭ বার সা'ঈ করবেন।

কিরান, ইফরাদ হজ্জের ক্ষেত্রে তাওয়াফে কুদুম এর সাথে সা'ঈ করে থাকলে এই দিন সা'ঈ করতে হবে না, তবে তাওয়াফুল ইফাদা করতে হবে।

তাওয়াফুল ইফাদা মিনার দিনগুলোর পরেও করা যায়, যখন হাজী সাহেব জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ শেষে মক্কায় ফিরে যাবেন। তিনি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছাঁটা ও তাওয়াফুল ইফাদার কাজগুলো সম্পন্ন করবেন তখন স্ত্রী মিলন সহ ইহরাম অবস্থার সকল নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হয়ে যাবে।

আইয়ামে তাশরিক (তাশরিকের দিনগুলো)

এই দিনগুলো শুরু হয় ১১ যুলহিজ্জার রাত্রি থেকে কোরবানির দিন তাওয়াফুল ইফাদার পর হাজী মিনায় রাত্রি যাপনের জন্য ফিরে আসবেন। তিনি ইচ্ছা করলে আইয়ামে তাশরিকের তিন দিনই (১১, ১২ ও ১৩ যুলহিজ্জা) অথবা তাড়াতাড়ি করতে চাইলে দুই দিন (১১ ও ১২ যুলহিজ্জা) মিনায় রাত্রিযাপন করবেন।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আর তোমরা আল্লাহকে নির্দিষ্ট দিন গুলোতে স্মরন কর। আর যারা দুই দিনের মধ্যেই তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে চায় তাদের কোন পাপ নেই। আর যারা (শেষ দিন মিনায় থেকে) বিলম্ব করে তাদেরও কোন পাপ নেই"। [আল বাকারাঃ ২০৩]

হাজীদের উপর ওয়াজিব হলঃ

- আইয়ামে তাশরিকের যে দিনগুলোতে তারা মিনায় অবস্থান করেছিলেন সেদিনগুলোর প্রতিদিনে তিনটি জামারাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করা।
- প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবির বলা।
- প্রত্যেক কাজই ধীরস্থিরভাবে করা ও শান্ত থাকা।

প্রত্যেক হাজী চেষ্টা করবেন যাতে জটলা,
ঝগড়া-ঝাটি ও হিংসা, হানাহানি বর্জন করতে পারেন।

জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপঃ

সুন্নাহ হল হাজী ছোট ও মধ্যম জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে ইচ্ছামত দু'আ করবেন। তবে অন্যদের সাথে ভিড় বা ধাক্কাধাক্কি করবেন না।

আর বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর কেউ দাঁড়াবেন না এবং দু'আ করবেন না।

আর যারা দুই দিন মিনায় অবস্থান করে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চান তাদের উপর ওয়াজিব হল যুলহিজ্জার ১২ তারিখে তিনটি জামারাতে পাথর নিক্ষেপের পর সূর্যাস্তের পুর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যাওয়া। আর সেদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় যদি তিনি মিনায় থেকে যান তাহলে ১৩ যুলহিজ্জার রাত্রিও তাকে মিনায় অবস্থান করতে হবে এবং ১৩ তারিখের দিনের বেলায় তাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।

বিদায়ী তাওয়াফ

হাজী সাহেবদের হজ্জের যাবতীয় রুকন ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদনের পর বায়তুল্লায় তাদের শেষ কাজ হবে বিদায়ী তাওয়াফ করা, কেননা এমনটি করার জন্য রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউই যেন বিদায়ী তাওয়াফ করার আগে মক্কা থেকে বের না হয়"। [সহিহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৮৩]

বিদায়ী তাওয়াফ হচ্ছে হজ্জের সর্বশেষ ওয়াজিব কাজ, হাজী যখন নিজ দেশে যাওয়ার সর্বশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন তার পুর্ব মুহূর্তে তিনি বিদায়ী তাওয়াফ করবেন। বিদায়ী তাওয়াফ সবাইকে পালন করতে হয়। তবে হায়েয ও নেফাস অবস্থায় থাকলে মহিলারা বিদায়ী তাওয়াফ করবেন না।

শারীয়াহ্ কনসালটেন্ট

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত ইসলামিক স্কলার যিনি মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শারীয়াহ্র উপর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শারীয়াহ্ বোর্ডের সদস্য হিসেবেও নিযুক্ত রয়েছেন।

ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী

ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উম্মুল কুরআন বিষয়ে পড়াশোনার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে দাওয়া বিভাগে এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি উত্তরা কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।

আব্দুল্লাহ্ মোহাম্মাদ সালেহ্ সিওও, শেফার্ডস।	শেফার্ডস ম্যানেজমেন্ট	তারেক হুসেইন সিবিডিও, শেফার্ডস।

কেন আমাদের সাথে হজ্জ করবেন ?

- কুরআন এবং সুন্নাহ্ এর আলোকে হজ্জ প্যাকেজ তৈরি করা।
- আমাদের হজ্জ প্যাকেজের শারীয়াহ্ কনসালটেন্ট ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী এবং ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী, যাবতীয় শরঈ দিকনির্দেশনা হাজীদেরকে দিয়ে থাকেন।
- বাংলাদেশে হজ্জ ও আনুসাঙ্গিক বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা ব্যাপকভাবে ট্রেনিং প্রদান।
- সৌদি আরবে থাকাকালীন সময়ে হজ্জের উপরে নিয়মিত ক্লাস নেওয়া।
- হজ্জের যাবতীয় প্র্যাকটিক্যাল বিষয়াদির উপর অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট দ্বারা ট্রেনিং প্রদান।
- প্রি-রেজিস্ট্রেশনের পর থেকে হজ্জে যাওয়া এবং হজ্জ থেকে ফেরা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া।
- হজ্জ এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- হজ্জের সফরে মক্কা-মদীনার ঐতিহাসিক স্থানসমূহে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।
- সৌদিয়া এয়ারলাইন্স/বাংলাদেশ বিমানের ইকোনমি ক্লাসের টিকেট এবং হজ্জ ভিসা প্রসেসিং করা।
- তিনবেলা উন্নতমানের খাবার ও এসি বাসের ব্যবস্থা করা।

SHEPHERDS
HAJJ & UMRAH SERVICES

Apt E2, Landmark Sensation, 17/18 Mirpur Road, Shyamoli, Dhaka, Bangladesh
+88 01787-659526-27, +88 01705 564674
info@shepherds-bd.com, shepherdsbd2014@gmail.com
/shepherdshajj